মৌলবাদীদের বার্ষিক মুনাফা ৫শ' কোটি টাকা

নানা বিনিয়োগের মাধ্যমে মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ছে॥

মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের জরিপ তথ্য

মামুন-অর-রশীদ ॥ বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে। তাদের সুসংগঠিত জঙ্গী নেটওয়ার্ক অত্যন্ত মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতি সম্প্রতি মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, মৌলবাদী জঙ্গী প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক নিট মুনাফা কমপক্ষে পাঁচ শ' কোটি টাকা। মৌলবাদী রাজনীতির জন্য বিদেশ থেকে প্রাপ্ত তহবিল দেশে ব্যাংকিং, চিকিৎসা, শিক্ষা, এনজিও এবং ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে আয় হচ্ছে পাঁচ শ' কোটি টাকা। মোট মুনাফার শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় করা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলবাদী দর্শনে বিশ্বাসীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার কাজে। বাকি ৫০ ভাগ সুবিধাভোগী যারা মৌলবাদী দর্শনে বিশ্বাস করতে পারে তাদের পেছনে সেবা প্রদানের নামে ব্যয় করা হয়। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে এসব কর্মকাণ্ডে উগ্র জাতীয়তাবাদী সরকার শুধুমাত্র ইন্ধনই যোগাচ্ছে না, তারা রাষ্ট্রকে পর্যন্ত ব্যবহার করছে। সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর জনপদে সরকার, পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় 'বাংলা ভাই'য়ের অভিযানকে গবেষণাপত্রের 'অপারেশন রিসার্চ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের সংশ্লিষ্টতায় বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদী তৎপরতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। বিশেষ করে গত আড়াই বছরে দেশে এদের তৎপরতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংগঠন। এদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম, মৌলবাদী দর্শনের প্রকাশনাসহ গ্রেফতারের পরে অদৃশ্য ইশারায় তারা ছাড়া পেয়ে যায়। বিভিন্ন এলাকায় তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। সংগঠনের নাম বিভ্রাটের মাধ্যমে এসব মৌলবাদী সংগঠনের কর্মীরা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার পরিচয় তুলে ধরলেও রসুনের মতো এদের সবা রেগাড়া একই জায়গায়। বর্তমান জোট সরকারে ধর্ম ব্যবসায়ী জামায়াত চক্রের শক্তিশালী অবস্থানের সুযোগে তারা গোটা বাংলাদেশে নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছে। জাম'আাতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, আল হিকমা, হিজবুত তাহরীসহ বিভিন্ন নামে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে। নগর রাজধানী ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলা শহর, কোথাও কোথাও প্রত্যন্ত গ্রামে ধর্মীয় দর্শনের কথা বলে অবস্থান নেয়। অবস্থান শক্ত হয়ে গেলে শুরু করে জঙ্গী তৎপরতা। ছোট ছোট কিন্ডারগার্টেন স্কুল, আরবী শিক্ষা কেন্দ্র, ছোট ছোট এনজিও থেকে শুরু করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা দিয়ে চালাচ্ছে এসব কার্যক্রম। এরা পানের দোকানদারের পিছনে পর্যন্ত বিনিয়োগ করে। একটি সূত্র জানিয়েছে, রাস্তার পাশে পানের দোকান, স্বল্প মূলধনী চায়ের স্টলে তারা বিনিয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সরবরহের জন্য। শুধু রাজশাহী শহরে কমপক্ষে ৫০টি পানের দোকান রয়েছে। '৮০-র দশকের শেষ দিকে গোলাম আযমের জন্য 'প্রিন্স গোলাম আযম' নামে লাখ লাখ ডলারের চেক আসত। এখনও একই প্রক্রিয়ায় চেক আসা অব্যাহত রয়েছে। তবে এখন টাকা এলে সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগ অর্থ পরিচালিত হয় বিশেষ শুরা বোর্ডের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধ শতাধিক শিক্ষক এ কার্যক্রমে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সকল শিক্ষক শুধু অর্থ ব্যবস্থাপনা ও জনসংযোগ কৌশল, স্থান ও টিম নির্ধারণ করে দেন। হিজবুত তাহরী, আল হিকমা এতদিন গোপনে কাজ করলেও তারা এখন প্রকাশ্য রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করছে। বিভিন্ন জায়গায় খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লবের কথা বলছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যেই তারা সশস্ত্র অবস্থান নিচ্ছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল যাত্রাবিরতির সময়ে মৌলবাদীদের কারণে গাজীপুরে বিশেষ পরিদর্শন পর্ব বাদ দিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে ক্রিস্টিনা রোকা বাংলাদেশে এলে তাঁর আগমনের প্রতিবাদ জানিয়ে বায়তুল মোকাররম এলাকায় তারা মিছিল করেছে। সর্বশেষ সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে গ্রেনেড হামলায় আহত হন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। হিজবুত তাহরীর প্রধান কার্যালয় ঢাকার উত্তরায়। এছাড়া এলিফ্যান্ট রোড এবং পুরানা পল্টনে দু'টি শাখা কার্যালয় রয়েছে। দেশের বগুড়া, দিনাজপুর, জামালপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া এলাকায় ভিন্ন নামে চলছে এদের কার্যক্রম। ছাত্র ও যুব পর্যায়ে এদের দু'টি শাখা রয়েছে। ছাত্র পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয় নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে। ২০০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত 'ক্যান সায়েন্স ডিসপ্রুভ গড' শীর্ষক আলোচনাসভা আয়োজনে যে সংগঠনের নাম দেয়া হয়েছিল সেটি হচ্ছে 'থিংকিং ইয়ুথ'। তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রকাশনার নিয়মিত আয়োজনও রয়েছে তাদের। হিজবুত তাহরী আগে 'খিলাফাহ' নামে একটি বুলেটিন বের করত। হালে এটির নাম রেখেছে 'খিলাফত'। সিলেটে এদের উপকার্যালয় রয়েছে। প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে 'সিরিজ অব থট', 'ইসলাম ইজ নট জাস্ট প্রেয়িং এ্যান্ড ফাস্টিং' ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক গোলাম মাওলাসহ বুয়েটের বেশ কয়েক শিক্ষক এসব সংগঠনের অগ্রপথিক হিসাবে কাজ করছেন। জনকণ্ঠের পক্ষে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

দেশে অনেকদিন ধরে মৌলবাদী রাজনীতি চলে এলেও হালে তারা চাঙ্গা হয়ে উঠছে। জামায়াতের সঙ্গে জোট সরকার গঠনের সুবাদে তাদের রমরমা দিন যাচ্ছে। ১৯৮৮ সালে এরশাদ আমলে মৌলবাদীদের সহযোগিতা দিতে আসা ভারতের উত্তর প্রদেশের মৌলবাদী নেতা মাওলানা আব্দুল মতিন সালাফী দু'ঘণ্টার নোটিসে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে করে আনা বিপুল পরিমাণ পেট্রোডলার বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক, সে সময় ইসলামী জঙ্গী যুবক সংগঠনের নেতাকে হস্তান্তর করে যান। ইতোমধ্যে 'জামায়াতুল মুজাহেদীন' বাংলাদেশে ৫৪ সাংগঠনিক জেলা প্রতিষ্ঠা করেছে। ৭শ' অত্যাধুনিক মসজিদ নির্মাণ করেছে। বিশেষ বিশেষ তারিখে রাত ১২টার পর মসজিদগুলোতে পরিচালিত জঙ্গী আহলার সদস্যদের শারীরিক কসরত ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০০৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের গুড়পুকুরে ধরা পড়ে জঙ্গী চক্র। ক'দিন পর দিনাজপুরের পার্বতীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট এলাকায় ধরা পড়ে জঙ্গীদের বিশেষ গ্রুপ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সিডি, লিফলেট, পোস্টার, অস্ত্র উদ্ধার করে। জয়পুরহাটে পুলিশ বোমা বানানোর আসর থেকে গ্রেফতার করে ১৯ জনকে। কথিত 'বাংলা ভাই'য়ের বিশেষ সহযোগী বোমা বিশেষজ্ঞ আনোয়ার সা'দত ও রাসেলসহ ছয়জন অদৃশ্য ইশারায় তখন ছাড়া পেয়ে যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর একটি গ্রুপের সবাই প্রশিক্ষণ অনুযায়ী নির্জীব হয়ে পড়ে, স্টেটমেন্ট দেয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখে। গত বছর জয়পুরহাটের মহেশপুরে বাংলা বাহিনীর জামায়াতুল মুজাহেদীনের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ও পুলিশের অস্ত্র ছিনতাইয়ের পর পুলিশ জঙ্গী সংগঠনটির যে নথিপত্র পেয়েছিল তাতে তাদের মাদ্রাসাকেন্দ্রিক দেশব্যাপী বিশেষ নেটওয়ার্কের তথ্য ছিল। সে সময় 'বাংলা ভাই' জয়পুরহাটে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। পরে ছাড়া পেয়ে গেছে। 'বাংলা ভাই' কম-বেশি সব জেলায় 'জঙ্গী অপারেশন পরিচালনা' কিংবা অপারেশনের আগে রেকি করেছে। 'বাংলা ভাই'য়ের কথিত আধ্যাত্মিক নেতা আল কায়েদা সদস্য আফগানিস্তান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা মাওলানা আবদুর রহমান নিজের জঙ্গী তৎপরতার কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। '৭১-এর কুখ্যাত আলবদর হিসাবে পরিচিত আব্দুল্লাহ ইবনে ফজলে হোসেনের পুত্র এই আব্দুর রহমান। রাজশাহীর বাগমারা মহিলা কলেজ মিলনায়তনে 'বাংলা বাহিনী'র অপারেশনের সমর্থনে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, 'সারা দেশে আমরা জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছি। সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লবই আমাদের লক্ষ্য। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে ইসলামী জঙ্গী তৎপরতা চালাতে গিয়ে যারা ধরা পড়েছে তারা সবাই আমাদের।' ধরা পড়লে কেউ তাদের কিছুই করতে পারবে না বলে তিনি দাবি করেন।

মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণাপত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গীদের উত্থানের মূল্যায়ন পর্বে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পরিপন্থী, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, অন্যান্য ধর্ম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আঘাত হানছে, সুফি সাধকদের উরসস্থান এবং ঐতিহ্যবাহী মাছ-কাছিমকেও শত্রু ঠাওরাচ্ছে, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মুক্তবুদ্ধির মানুষ নিধন-উল্লাসে মত্ত। এসব কর্মকাণ্ড দেশকে মহাপ্রলয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গবেষণাপত্রে মৌলবাদী জঙ্গীদের আর্থিক উৎস বাজেয়াফত করাসহ এদের কর্মকাণ্ড রোধ করতে ১৩ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান রোধে সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনসহ নাগরিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল বারাকাত জনকণ্ঠকে বলেছেন, কমপক্ষে পাঁচ শ' কোটি টাকার নিট মুনাফা দিয়ে চলছে মৌলবাদী, উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির কর্মকাণ্ড। তাদের আর্থিক উৎস অনুসন্ধান করে দ্রুত বাজেয়াফত করার দাবি জানান তিনি।